Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৫ই বৈশাখ বুধবার ১৩৬৯ ইংরাজী 18th April 1962 | ৪৭শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Servi?

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধূলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

প্রস্তুতকারকঃ

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট, লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল বুক-বাইণ্ডিং হল

এখানে সকল প্রকার বই ও খাতা সুলভে বাঁধান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীজি, সি, ঘোষ, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই বৈশাখ বুধবার সন ১৩৬৯ সাল।

সন ১৩৬৮ সালের বিদায় সম্বর্দ্ধনা

—•—

সন ১৩৬৮ সালের শেষ দিন চৈত্র সংক্রান্তি। এই দিনের মধ্যে ভাবী সাল সন ১৩৬৯ কে সমস্ত হিসাব বুঝাইয়া দিয়া ১৩৬৮ সাল প্রথামত মহাকালের সহিত মিলিয়া গিয়াছেন।

প্রত্যেক নব বৎসর বৈশাখের শুভ অর্থাৎ প্রথম তারিখে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। চৈত্র সংক্রান্তির দিন তাঁহাকে মহাপ্রস্থান করিতে হয়। চড়কের অছিলা করিয়া ঢাক বাজাইয়া বিদায় সম্বর্দ্ধনা করা হয়।

বিসদৃশ স্ত্রী-স্বাধীনতা

আমেরিকার সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানীয়া মহিলা আমাদের অন্নের কাঙাল বস্ত্রের কাঙাল দেশের সর্ব্বাপেক্ষা না হইলেও অদ্ভুত জ্ঞান ও বিস্ময়কর রাজশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির আতিথ্য গ্রহণ করিয়া এতদ্দেশীয় দোলযাত্রাপর্ব্বে হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত রঙের খেলার অনুকরণে যদি (স্বেচ্ছায় বা অনুরুদ্ধ হইয়া) অতিথি ও অতিথি-সেবক পরস্পরের ভ্রূ-যুগল মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগে যেটুকু ধরে (এক চিমটি) ততটুকু আবীর বা কুঙ্কুম অর্পণ করিয়াছেন, এই নজীর দেখাইয়া বেপরোয়া ও বেপর্দা হইয়া সামাজিক নিঃসম্পর্ক অথচ অন্ন-সংস্থানে হয়তো ইঁহার করুণা আকর্ষণ প্রয়োজন হইতে পারে এই প্রলোভনে যেন শঠের শঠতায় মুগ্ধ হইয়া আমাদের মত লক্ষ্মীছাড়ার ঘরের লক্ষ্মীস্বরূপা যাঁহারা, যাঁহারা এখনও গ্রাম-সম্পর্কে ভাশুর বা শ্বশুর যত হীন জাতি বা হীন অবস্থার হউক বাড়ীতে মজুর খাটিতে আসিলেও সারাদিন নির্ব্বাক ও ঘোমটা ঢাকা হইয়া দিন কাটায়, নদী বা পুকুর ঘাট হইতে জলের কলসী কাঁকে লইয়া এই সব গ্রাম সম্পর্কের লোকের সামনে পড়িলে অপরাধিনীর মত পথের এক পাশে ঘোমটা দিয়া দাঁড়ায়। মহিলা নাম লইলেও দারিদ্র্য এই সব নিজ গৃহে মেথরাণী বধূর কাজও করিতে বাধ্য করে। এই সব গৃহ লক্ষ্মীরাই চির স্বাধীন। গেজেটে নাম ছাপা মাননীয় মাহিনাদারের কুঁড়ের (অলস) রাণী হওয়া অপেক্ষা কুঁড়ের (কুটিরের) রাণী হয়ে থাকা ভাল। এদের মত রঙ খেলা আগাগোড়াই রঙ্ (WRONG)

বে-আইনী গাঁজা

মূল্য আনুমানিক নয় হাজার টাকা

গত ১৭ই এপ্রিল মঙ্গলবার সমসেরগঞ্জ থানার বাসুদেবপুর গ্রামের সন্নিকট জাতীয় মহাসড়কের উপর ধুলিয়ানের আবগারী বিভাগের জমাদার শ্রীগোলকচন্দ্র প্রামাণিক উক্ত বিভাগের কনষ্টেবল শ্রীধনঞ্জয় দাস, শ্রীনবকুমার ঘোষ, শ্রীপ্রণয়কুমার চৌধুরী ও শ্রীরাখালচন্দ্র দে-কে সঙ্গে লইয়া আনুমানিক নয় হাজার টাকা মূল্যের এক মণ ছয় সের বে-আইনী নেপালী গাঁজা সহ দুইজন আসামীকে ধরিয়াছেন। মহাজন ও তিনজন আসামী পলাইয়া গিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত কনষ্টেবলগণ ১৯৬১ সালের মার্চ্চ মাসে ডিহিগ্রামে তিন মণ ছাব্বিশ সের গাঁজা, ১৯৬১ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখে জঙ্গিপুর সাহেববাজারে ২৩ বোতল চোলাই মদ এবং গত ৯ই মার্চ্চ, ১৯৬২ উমরপুরের সন্নিকটে দুই মণ একত্রিশ সের গাঁজা ধরিয়াছেন। ইঁহারা দুর্দ্ধর্ষ পাচারকারীদের কবল হইতে গাঁজা উদ্ধার করিয়া অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষের উৎসাহ পাইলে ইঁহাদিগের কর্ম্মশক্তি আরও বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই।

এক নিশ্বাসে সন ১৩৬৯ সালের নূতন পঞ্জিকা

বর্ষ-ফল-গান

(বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের—সুরে)

এক নিশ্বাসে বলবো, শোন নূতন পাঁজি,
নূতন পাঁজি, নূতন পাঁজি, নূতন পাঁজি, নূতন পাঁজি।
বৈশাখের পর জ্যৈষ্ঠ গেলে, আষাঢ় দিবে দেখা,
শ্রাবণের পর ভাদ্র পরে আশ্বিন আছে লেখা।
কার্ত্তিক মাস গেলে হবে অগ্রহায়ণ পৌষ,
মাঘ, ফাল্গুন অন্তে চৈত্র গণনায় নাই দোষ।
রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বেস্পতি, শুক্র, শনি,
পর পর ঠিক আসবে এবার দেখা গেল গণি।
প্রতিপদের পর দ্বিতীয়া, নয়কো ত্রয়োদশী,
পর্য্যায়ক্রমে আসবে তিথি, গণলাম বসি বসি।
"বার্থ রেজিষ্টার, ডেথ রেজিষ্টার" সরকারের ঘরে,
দেখলে পরেই জানবে সবে কত জন্মে মরে।
আয়, ব্যয় ও স্থিতির হিসাব দেবেন 'এসেসর',
আয় চেয়ে ব্যয় বেশী হ'লে সেই হবে ফেরার।
খাবার জিনিস জুটবে না যার, রবে অনাহারে,
থাকতে খাবার দেয়না খেতে রাগে আর ডাক্তারে।
লটারীতে টাকা পেলে হঠাৎ কাঙাল—ধনী,
ব্যক্তিগত বর্ষফল ক্রমে দিচ্ছি গণি।
পাঁজি ভেদে দেখতে পাবে রাজা-মন্ত্রী ভেদ,
মোর গণনা শুনলে ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ধনীর রাজা—"টাকার গরম", মন্ত্রী বহু তার,
দীনের রাজা—"নাই, নাই, নাই", মন্ত্রী "হাহাকার"!
যাদের ঘরে প্রবেশ নিষেধ, সঙীন ঘাড়ে রক্ষী,
তাদের ঘরেই ঠেলে ঠুলে ঢুকবে গিয়ে লক্ষ্মী।
দ্বার খোলা যার সকল সময়, ভক্তি ক'রে ডাকে—
তাদের ডাকে মা কমলা পিছন ফিরে থাকে।
এই প্রমাণে, মনে মনে গণিলাম এই টুক—
সুখীর ঘরে সুখ যাবে আর দুখীর ঘরে দুখ!
যাদের আয়ু ফুরিয়ে এলো এবার মরবে তারা,
পরমায়ু থাকতে এবার কেউ যাবে না মারা।
মেয়ের বিয়ে যত হবে, ছেলের বিয়ে তত!
'ডাইভোর্স' আর 'তালাক' হবে লোকের রুচিমত।
কত লোকের গিন্নি যাবে শাঁখা সিন্দুর নিয়ে,
পাকা ঘুঁটি কাঁচবে অনেক ক'রে নূতন বিয়ে!

কত মেয়ের হাতের নোয়া শাঁখা যাবে খসি,
বাঁচবে য'দিন ইচ্ছা হয় তো করবে একাদশী !
কত লোকের বাপ মরিবে কত লোকের ছেলে,
ক'দিন কেঁদে ঠাণ্ডা হবে পেটে অন্ন গেলে।
বহু ছেলে পাশ হবে আর বহু ছেলে ফেল,
পদের তরে পরের পদে দিতেই হবে তেল !
কেউ বা হবে বরখাস্ত, কেউ হবে বাহাল,
কেউ কাঁদিবে কেউ হাসিবে, দুনিয়ার যা হাল।
কেউ কিনিবে নূতন বিষয়, কেউ করিবে বিক্রী,
কতক মামলা ডিস্‌মিস্ হবে কতক হবে ডিক্রী।
আদালতে হাজির হবে বাদী বিবাদীতে,
দু'এর উকীল ভরসা দিবে—মামলা যাবে জিতে।
হাকিম চাবেন 'ফাইল ক্লিয়ার' আমলা চাবেন 'এথি'
একের যাতে লভ্য, তাতে অন্য জনের ক্ষেতি।
মাল কিনে রেখেছে যারা, বল্‌বে বাজার চড়ুক—
নিজের ভাল সবাই চাবে, অন্যে মরে মরুক !
একের ভাল করতে গেলে, অন্যে যাচ্ছে মারা,
এক্ষেত্রে যে বিপদগ্রস্ত ভগবান বেচারা !
সেই কারণে ভেবে চিন্তে সামঞ্জস্য ক'রে,
দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিবেন, সুখে দুখে গড়ে।
দিবানিশি ভাববে যারা, তারা হবে রোগা,
থাকবে সুখে, বলবে যারা, "যো হোগা সো হোগা"
রাজা হবার জন্য সবার আশা চিরকাল,
ফলে কিন্তু "যে পান্নালাল, সেই পান্নালাল।"
নেহাৎ যাহার উন্নতিটা করবে ভগবান—
কচু আছে, ঘেঁচু হবে, বড় বাড়ো তো মান !

পর্ব্বদিন

পয়লা বোশেখ **নূতন খাতা**—মনে রেখো দাদা,
জমা কিছু না দাও যদি চলবে জোর তাগাদা।
৮ই জুন শুক্রবার বাংলা ২৫শে জ্যেষ্ঠি—
মনে রেখো জামাই সকল সেদিন **জামাই ষষ্ঠী**।
উনত্রিশে জ্যৈষ্ঠ তারিখে **দশহরা** যোগে
এক ডুবেতে খালাস পাপী লক্ষ পাপের ভোগে।
তেসরা আষাঢ় **স্নানযাত্রা** নাইবে জগন্নাথ—
টঙ্কা তরে পাণ্ডা করে উৎকলে উৎপাত।
সাতই আষাঢ় **অম্বুবাচী** বাঁধা পাঁজির মতে,
১৮ই আষাঢ়ে জগন্নাথ উঠিবেন **রথে**।
ছাব্বিশ আষাঢ় **পুনর্যাত্রা** উল্‌টো রথে টান—
২০শে শ্রাবণ **মা-মনসা** ধুনোর গন্ধ চান।
ছাব্বিশ শ্রাবণ কৃষ্ণ ঠাকুর উঠিবেন **ঝুলনে**—
রাধারাণী টানবে যারে যাবে বৃন্দাবনে।
৬ই ভাদ্রেতে এবার **জন্মাষ্টমী** হবে,
প্রেমানন্দে ভক্তগণ মাতিবে উৎসবে।
পনরই আগষ্টে মোদের **স্বাধীনতা** দিন—
এই তারিখে অধীন ভারত হয়েছে স্বাধীন।
১৯শে আশ্বিন শনিবার আসবে **মহামায়া**
এই তারিখে কেঁপে উঠে অর্থহীনের কায়া।
আসিবেন আনন্দময়ী শুনি সবার মুখে,
কাঙাল জানে যে আনন্দ তার হৃদয়ে ঢুকে।
যে আনন্দ দেন গৃহিণী ফর্দ্দ করে লম্বা—
কর্ত্তা জানেন, গিন্নী জানেন, জানেন জগদম্বা।
মুখেতে আনন্দ নাই, আনন্দ নাই পেটে—
আনন্দ কি এমনি আসে "পেনীলেস" পকেটে !
২৬শে আশ্বিনে এবার আসিবেন মা **লক্ষ্মী**—
লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে দেখা দেন না প্যাঁচা পক্ষী।
১০ই কার্ত্তিক শনিবারে আসিবেন **কালিকা**
নিয়ে তুবড়ী পটকা লাগায় খটকা বালক ও বালিকা।
এদিন "ইমার্জ্জেন্সী ওয়ার্ড" খোলা সারা রাত
কেউ বাঁচিবে বরাত গুণে কেউ বা কুপোকাৎ।
১৩ই কার্ত্তিক ভাইকে **ফোঁটা** দিবে ভগ্নিগণ
২০শে কার্ত্তিক জগদ্ধাত্রী দিবেন দরশন।
ত্রিশে কার্ত্তিক ভক্তিভরে কার্ত্তিকে পূজিয়া,
অপুত্রক পুত্র পায় অদৃষ্ট বুঝিয়া।
২৫শে কার্ত্তিকে রাস করবে রাসবিহারী—
নেতাজীর জন্মদিন তেইশে জানুয়ারী।
১৬ই মাঘ **শ্রীপঞ্চমী** আসবে বীণাপাণি,
৯ই ফাল্গুনে **শিবরাত্রি** রেখো জানি।
২৫শে ফাল্গুনে কৃষ্ণ উঠবে এবার দোলে,
ত্রিশে চৈত্র চড়ক পূজা বুঝবে ঢাকের বোলে।

ইস্লামীয় পর্ব্ব

পয়লা জ্যৈষ্ঠ ইদুজ্জোহা রাখ মনে মনে—
ঠিক কি বেঠিক বুঝবে সবে চন্দ্র দরশনে।
৩০শে জ্যৈষ্ঠ **মহরম** জানো সবে খাঁটি—
মাশিয়া গাহিতে হবে, হবে মজলিশ মাটি।
আখেরীচাহার শুম্বা ১৬ই শ্রাবণে,
২৯শে ফতেহাদোয়াজদাহাম্ যেন থাকে মনে।
১৩ই ফাল্গুন ইদলফেতর পঞ্জিকাতে লেখা—
ঈদ মোবারক হবে সেদিন চাঁদ যদি যায় দেখা।

খ্রীষ্টান পর্ব্ব

নয়ই পৌষ এ বৎসর হবে খ্রীষ্টমাস
খ্রীষ্টে স্মরি হৃষ্টমনে করিনু প্রকাশ।
নিউ ইয়ার্স ডে ষোলই পৌষ পয়লা জানুয়ারী
নড়চড় হবে না কভু বাজী ধরতে পারি।
৭ই বৈশাখ, ২৯শে চোত এ বৎসরে ছুটি,
গুড্‌ফ্রাইডে আছে দেখি দুদিন হবে ছুটি।

রাহাজানি

গত ১১ই এপ্রিল বুধবার বর্দ্ধনপাড়া গ্রামের এসাহাক সেথ ঘোড়ার পিঠে কিছু চাউল লইয়া বিক্রয়ের জন্য ডাহিনা গ্রামে যায় এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থে কিছু মসুর লইয়া বাড়ী ফিরে। পথিমধ্যে কয়েকজন দুষ্ট প্রকৃতির লোক তাহাকে প্রহার করিয়া মসুর ও টাকা কাড়িয়া লয়। অত্যধিক প্রহারে ঘটনাস্থলে সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। খবর পাইয়া বর্দ্ধনপাড়া হইতে লোক আসিয়া তাহাকে লইয়া যায়। এই ঘটনায় এতদঞ্চলের লোকের মনে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে। —সংবাদদাতা

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আগামী ইংরাজী ৪।৫।৬২ তাং বেলা ১১ ঘটিকায় মুর্শিদাবাদ অতিরিক্ত জেলা শাসক মহোদয়ের খাসকামরায় নিম্নলিখিত তাড়ির দোকান সমূহ প্রকাশ্য নিলাম ডাকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। উক্ত দোকান সমূহের বন্দোবস্ত লইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ উক্ত সময়ে উক্ত স্থানে হাজির হইয়া নিলাম ডাকে যোগদান করিতে পারেন, প্রকাশ থাকে যে সর্ব্বোচ্চ ডাক গ্রহণ করিতে নিম্নস্বাক্ষরকারী বাধ্য থাকিবেন না।

১। আজিমগঞ্জ—স্থায়ী
২। বেলডাঙ্গা ,,
৩। গোরাবাজার ,,
৪। খাগড়া ,,
৫। রাধারঘাট ,,
৬। কান্দি—অস্থায়ী

(কেবলমাত্র ৩ মাসের জন্য)

স্বাঃ এস্, কে, ব্যানার্জ্জী
কালেক্টর পক্ষে অন্তঃশুল্কাধ্যক্ষ, মুর্শিদাবাদ।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

(ছাত্রবন্ধু পুস্তকালয়ের সম্মুখে)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:	ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেন্ট:—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেণ্ট **"আইওলিন"** চক্ষু ঔঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ